রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৪ সনের ৫ নং

# বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ৩০, ২০১৪

## সূচিপত্র


| | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| ১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ৫৭—৬০ |
| ২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ১৭১—১৮৯ |
| ৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ২১—২৩ |
| ৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি। | নাই |
| ৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি। | নাই |
| ৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ১৫৩—২১৫ |
| ৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ। | নাই |
| ৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ। | নাই |
| **ক্রোড়পত্র—সংখ্যা** | |
| (১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী। | নাই |
| (২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব। | নাই |
| (৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব। | নাই |
| (৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব। | নাই |
| (৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান। | নাই |
| (৬) . . . . . তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা। | নাই |


## ১ম খণ্ড

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

**বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়**
**মানবসম্পদ শাখা-১**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২০/২৭ নভেম্বর ২০১৩

**নং ১১.০০.০০০০.৮০৩.৪৫.০৪১.১৩.৬০৪**—যেহেতু, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সহকারী পরিচালক (গণ-সংযোগ) বেগম লাবণ্য আহমেদ এর নাম উদ্বৃত করে বিগত ২১-০৩-২০০৯ তারিখ 'দৈনিক মানবজমিন' পত্রিকায় 'সংসদ সচিবালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ উদ্বিগ্ন' শীর্ষক শিরোনামীয় সংবাদে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ায় জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০০৫ এর ২(চ) বিধির অধীন অসদাচরণের সামিল এবং একই বিধিমালার ৩(খ) বিধির অধীন শাস্তিযোগ্য অভিযোগ এনে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করলে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর প্রদত্ত জবাব ও সংযুক্ত কাগজপত্র প্রাথমিক পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়সমূহ তদন্ত করার জন্য সংসদ সচিবালয়ের প্রাক্তন উপ-সচিব (এজিএনআরসি) কাজী শাখাওয়াত হোসেন-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুনঃতদন্তের জন্য সংসদ সচিবালয়ের উপ-সচিব (প্রশাসন-২) জনাব জালাল উদ্দিন আহমেদকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়;

যেহেতু, পুনঃতদন্ত প্রতিবেদনে বেগম লাবণ্য আহমেদ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে নির্দোষ মর্মে এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০০৫ এর ২(চ) বিধির অভিযোগ অপ্রমাণিত মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেছেন;

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

এবং যেহেতু, বেগম লাবণ্য আহমেদ এর আলোচ্য বিভাগীয় মামলার তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদন ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় তাঁকে বিভাগীয় মামলার অভিযোগের দায় হতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সহকারী পরিচালক (গণ-সংযোগ) বেগম লাবণ্য আহমেদ-কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলা থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

**মোঃ আশরাফুল মকবুল**
সিনিয়র সচিব।

---

**[একই তারিখ ও নম্বরের স্থলাভিষিক্ত]**

**জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়**

**কল্যাণ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ১৩ কার্তিক ১৪২০/২৮ অক্টোবর ২০১৩

নং ০৫.১২৩.০৩৫.০০.০০.০০৫.২০০৮(অংশ-১)-২৯৫— আর্দিষ্ট হয়ে অর্থ বিভাগের ১৯-৫-২০১১ তারিখের অম/ অবি/ব্যঃনিঃ অধিশাখা-৪/জনপ্রশাসন-২/২০১১/১৬৯, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সওবা-২ শাখার ২৭-১০-২০১১ তারিখের ০৫.১৫১. ০২২.০০. ০০.০০১.২০০৯-২০৬ নং ইউ.ও নোট, অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন-১ অধিশাখার ০১-১০-২০১৩ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬১.০০. ০০.০১৫.১৩-২২৪ নং স্মারক, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ শাখা ২২-০৫-২০১৩ তারিখের ০৫.১২৩.০৩৫.০০.০০.০০৫. ২০০৮ (অংশ-১)-১১০ নং প্রজ্ঞাপন এবং ২৭-১১-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ সচিবালয়ের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের হিসাব রক্ষক, কোষাধ্যক্ষ ও সহকারী হিসাব রক্ষক পদের পরিবর্তিত পদনামের বিপরীতে বেতনস্কেল নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণে সরকারের মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি ঃ

| বর্তমান পদনাম | পরিবর্তিত পদনাম | বর্তমান বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯) | পুনঃনির্ধারণকৃত বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯) |
|---|---|---|---|
| হিসাব রক্ষক | সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | ৬৪০০-১৪২৫৫ | ৮০০০-১৬৫৪০ (১০ম গ্রেড) |
| কোষাধ্যক্ষ | কোষাধ্যক্ষ | ৫৯০০-১৩১২৫ | ৬৪০০-১৪২৫৫ (১১তম গ্রেড) |
| সহকারী হিসাব রক্ষক | হিসাব রক্ষক | ৫৫০০-১২০৯৫ | ৫৯০০-১৩১২৫ (১২তম গ্রেড) |

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

**মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সরকার**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

---

**শৃঙ্খলা-৫ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ২৯ কার্তিক ১৪২০/১৩ নভেম্বর ২০১৩

**নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০২.২০১২-৪৩৫**— যেহেতু, জনাব মোঃ আবুল বশার (১৫৪২৪), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), ডেমরা সার্কেল, ঢাকা বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এ.পি.ডি. অনুবিভাগে ন্যস্ত গত ১৭-০৭-২০০৯ তারিখ হতে ২৯-১২-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত ডেমরা সার্কেল, ঢাকায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন ভূমি মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত নামজারী মামলা শুনানী ব্যতিরেকে স্বল্পসময়ে কৃত্রিম প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নিষ্পত্তি এবং তঞ্চকতাপূর্ণভাবে খতিয়ানসৃজন ও ভলিউম সংযোজনের অভিযোগে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতি (Corruption)" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ৩০-০৭-২০১২ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন এবং গত ১৯-০৯-২০১২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণান্তে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনাব এস.এম. এনামুল কবির (৫৭২৩), প্রাক্তন উপসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বর্তমানে, উপপরিচালক (এল.এ), পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পকে বিভাগীয় মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শুনানি ব্যতিরেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে কৃত্রিম প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নামজারী মামলা করায় "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। তবে তঞ্চকতাপূর্ণভাবে খতিয়ান সৃজন ও সংশোধনের বিষয়টি তাঁর সময়কালে সংঘটিত না হওয়ায় বিষয়টি প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত দিয়েছে;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার নথি, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র ও তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(বি) মোতাবেক তাঁর ১ (এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ১(এক) বছরের জন্য স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ আবুল বশার (১৫৪২৪), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), ডেমরা সার্কেল, ঢাকা বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এ.পি.ডি. অনুবিভাগে ন্যস্ত এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৪(২) (বি) বিধি অনুযায়ী তাঁর ১(এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ১(এক) বছরের জন্য স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**আবদুস সোবহান সিকদার**
সিনিয়র সচিব।

---

**শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০/২১ নভেম্বর ২০১৩

**নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০১২.২০০৯-৪১৬**—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম (৩৪৬৫), উপ-পরিচালক (ভূমি ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা হিসেবে গত ২২-০১-০২ তারিখ হতে ০২-১১-০৪ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। সাবেক কমিশনার, পত্তন (বর্তমানে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ) কর্তৃক গত ১৮-১২-১৯৭২ তারিখের ১৬৯৮ ডিসিএস নং স্মারকে বরাদ্দ পত্রের ৪র্থ

অনুচ্ছেদ বর্ণিত শর্ত æThe allotment order is not confer upon you any right or title and it is not transferable. The land coanot be utilized for other than the purpose it is allotted" সহ মিনিস্ট্রি অব পাবলিক ওয়ার্কস এন্ড আরবান ডেভলপমেন্ট-এর প্রচলিত শর্ত মোতাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি (ভূতপূর্ব বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি)-কে মিরপুর হাউজিং এস্টেটের সেকশন-১ (এক) এর ২(দুই) অংশে বিভক্ত বিশিল মৌজার সেকশন-১ (এক), প্লট নং-১ (এক), জু রোড, ব্লক-জি, মিরপুর, ঢাকা এর ২.৫০ একর বা ১২.১৯৫ বর্গগজ জমি প্রাক্তন রেডক্রস সোসাইটি বর্তমান রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির গাড়ীর ওয়ার্কশপ এবং গ্যারেজ করার উদ্দেশ্যে বরাদ্দ দেয়া হয় এবং গত ১২-০৬-৮০ তারিখে লীজ দলিল সম্পাদন করা হয়;

যেহেতু, উক্ত ওয়ার্কশপ ও গ্যারেজ নির্মাণের উদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত জমি অন্য কোন কাজে ব্যবহারের সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না নিয়ে উক্ত জমি তিনি আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহারের জন্য গত ২৮-০৪-০৪ তারিখে নোটসীটে প্রস্তাব দিয়েছিলেন;

যেহেতু, তিনি ১৮-১২-১৯৭২ তারিখের উল্লিখিত ডিসিএস ১৬৯৮ নং স্মারকে ইস্যুকৃত বরাদ্দপত্রের ৪র্থ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত ভঙ্গ করে বোর্ড বা যথোপযুক্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না নিয়ে নিজেই উল্লিখিত ভূমি আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অনুমতি পত্র ১৩-০৬-০৪ তারিখের এম.পি-৪/৭২/৪৮৯৯ নং স্মারকে জারী করেন;

যেহেতু, তাঁর উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়ায় উক্ত অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁকে কারণ দর্শাতে বলা হয়;

যেহেতু, তিনি গত ২৯-০৯-২০০৯ তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করায় গত ০৮-১১-২০০৯ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী শেষে ন্যায় বিচারের স্বার্থে ঘটনার সত্যতা নিরূপণের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান (৩৫৯৯), প্রাক্তন যুগ্মসচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বর্তমানে মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা ইন্সস্টিটিউট, ঢাকাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান (৩৫৯৯) গত ২১-১০-২০১৩ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম (৩৪৬৫), প্রাক্তন উপ-পরিচালক (ভূমি ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা বর্তমানে পরিচালক (উপসচিব), বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করেন;

সেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম (৩৪৬৫), প্রাক্তন উপ-পরিচালক (ভূমি ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা বর্তমানে পরিচালক (উপসচিব), বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৫) বিধি অনুযায়ী অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**আবদুস সোবহান সিকদার**
সিনিয়র সচিব।

**স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**

**আইন অধিশাখা-৩**

**প্রজ্ঞাপনসমূহ**

তারিখ, ৪ নভেম্বর ২০১৩

**নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৫.১৩-৬০**—শেরপুর জেলার শেরপুর থানার মামলা নং-১৫, তারিখ ০৯-১১-২০১২, জিআর নং-৫৪০/২০১২, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১০/১৩ ধারা {দায়রা জজ, শেরপুর এর দায়রা (সংস্ত্রাস বিরোধী আইন) মামলা নং ০৪/২০১৩} মামলাটির আসামীগণের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার উচ্ছেদ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল ও পুলিশ প্রশাসনসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুপ্ত হত্যা এবং মিছিল মিটিং এর মাধ্যমে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানো ও দেশের অরাজকতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকান্ডের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা প্রদান করা হ'ল।

**নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৩-৬১**—জয়পুরহাট জেলার কালাই থানার মামলা নং-০১, তারিখ ০৬-০৩-২০১৩, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬(২)/১০/১২/১৩ ধারা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জয়পুরহাট মামলাটির আসামীগণের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার উচ্ছেদ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল ও পুলিশ প্রশাসনসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুপ্ত হত্যা এবং মিছিল মিটিং এর মাধ্যমে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানো ও দেশের অরাজকতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকান্ডের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা প্রদান করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ খায়রুল আলম সেখ**
উপসচিব।

---

**প্রজ্ঞাপনসমূহ**

তারিখ, ৭ নভেম্বর ২০১৩

**নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০১.২০১৩-১৩৮৩**—গত ২৫-০২-২০১৩ তারিখ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জলঢাকা থানার জিডি নং-১০৬৫, তারিখ ২৫-০২-২০১৩ মূলে জলঢাকা পৌরসভাধীন ট্রাফিক মোড়ে জনৈক মোঃ মহসিন আলী এর মালিকানাধীন এম মিডিয়া কম্পিউটারের দোকানে কম্পিউটারের মাধ্যমে পরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ দেশের অনেক বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের ছবি বিকৃত করে সংরক্ষণ ও মোবাইল ফোনে ডাউনলোডের মাধ্যমে সংগ্রহ করে বিভিন্ন পর্নোগ্রাফি ছবি সরবরাহ ও সংরক্ষণ করার অপরাধে উক্ত অপরাধীকে ধৃতপূর্বক জলঢাকা থানার মামলা নং-০৯, তারিখ ২৫-০২-২০১৩, ধারা পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ এর ৮(৩)(৫)(ক) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ৫৭(১) তৎসহ ১২৪-ক দণ্ডবিধি রুজু করা হয়। পরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ দেশের অনেক বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের ছবি বিকৃত করে সংরক্ষণ ও মোবাইল ফোনে ডাউনলোডের মাধ্যমে সরবরাহ রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধের সামিল যা দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারার অপরাধ। উল্লিখিত আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারায় পৃথক একটি মামলা রুজু করার লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জলঢাকা থানা, নীলফামারী'কে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্দ্বারা প্রদান করা হ'ল।

**নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০১.২০১৩-১৩৮৪**—গত ২৫-০২-২০১৩ তারিখ নীলফামারী জেলার নীলফামারী থানাধীন টুপামারী ইউনিয়নস্থ রামগঞ্জ বাজারে জনৈক মোঃ হাফিজুল ইসলাম এর মালিকানাধীন শতরং ডিজিটাল ষ্টুডিও এর দোকানে কম্পিউটারের মাধ্যমে পরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ দেশের অনেক বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের ছবি বিকৃত করে সংরক্ষণ ও মোবাইল ফোনে ডাউনলোডের মাধ্যমে সরবরাহ ও বিভিন্ন পর্নোগ্রাফি ছবি সরবরাহ, সংরক্ষণ করার অপরাধে উক্ত অপরাধীকে ধৃতপূর্বক নীলফামারী থানার মামলা নং-২০, তারিখ ২৬-০২-২০১৩, ধারা-পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ এর ৮(৩)(৫)(ক) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ৫৭(১) তৎসহ ১২৪-ক দণ্ডবিধি রুজু করা হয়। পরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ দেশের অনেক বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের ছবি বিকৃত করে সংরক্ষণ ও মোবাইল ফোনে ডাউনলোডের মাধ্যমে সরবরাহ রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধের সামিল যা দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারার অপরাধ। উল্লিখিত আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারায় পৃথক একটি মামলা রুজু করার লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নীলফামালী থানা, নীলফামারী'কে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্দ্বারা প্রদান করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ মিজানুর রহমান**
উপসচিব।

---

**[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]**
**বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়**
**মানব সম্পদ শাখা-১**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ১৭ পৌষ ১৪২০/৩১ ডিসেম্বর ২০১৩

**নং ১১.০০.০০০০.৮০৩.৪৫.০৪৮.১৩-৬৭৪**—যেহেতু, উপ-পরিচালক (গণ-সংযোগ) পদে পদোন্নতির লক্ষ্যে বাছাই কমিটির বিগত ০৮ হতে ১০ মার্চ ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সহকারী পরিচালক (গণ-সংযোগ) বেগম লাবণ্য আহমেদ এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলমান থাকায় তাঁকে পদোন্নতির সুপারিশ করা যায়নি;

যেহেতু, উক্ত বাছাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিগত ১০ মার্চ ২০১১ তারিখে উপ-পরিচালক (গণ-সংযোগ) পদের ০৬ (ছয়) টি শূন্য পদের বিপরীতে ০৪ (চার) জনকে পদোন্নতির সুপারিশ করেন এবং উক্ত পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ১০ মার্চ ২০১১ তারিখে যোগদান করেন;

যেহেতু, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সহকারী পরিচালক (গণ-সংযোগ) বেগম লাবণ্য আহমেদ এর বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলা থেকে গত ২৭ নভেম্বর ২০১৩ তারিখের ১১.০০.০০০০.৮০৩.৪৫.০৪১.১৩-৬০৪ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অব্যাহতি প্রদান করা হয়;

যেহেতু, বিগত ৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখের ১১.০০.০০০০.৮০৩.০৬.০০৪.১৩-৬৩২ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বেগম লাবণ্য আহমেদ-কে উপ-পরিচালক (গণ-সংযোগ) পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয় এবং তিনি ০৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে যোগদান করেন;

যেহেতু, নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী (জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতি) বিধিমালা, ২০১১ এর ৫(৪) বিধি মোতাবেক কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বিভাগীয় মামলার অভিযোগ হতে অব্যাহতি পেলে বা উক্ত মামলায় দোষী সাব্যস্ত না হলে বা দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা অথবা ফৌজদারী মামলার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইলে পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে তিনি পরবর্তী পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হবেন এবং এইরূপ পদোন্নতির ক্ষেত্রে তিনি ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রাপ্য হবেন;

সেহেতু, উপ-পরিচালক (গণ-সংযোগ) বেগম লাবণ্য আহমেদ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী (জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতি) বিধিমালা, ২০১১ এর ৫(৪) বিধি মোতাবেক তাঁকে ১০ মার্চ ২০১১ তারিখ হতে উপ-পরিচালক (গণ-সংযোগ) পদে ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা হ'ল এবং উক্ত ধারণাগত জ্যেষ্ঠতার জন্য তিনি কোন আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

**ফরিদা পারভীন**
যুগ্ম-সচিব (মানব সম্পদ অধিশাখা)।

---

**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়**
**বিশ্ব স্বাস্থ্য-২ শাখা**

**বিজ্ঞপ্তি**

তারিখ, ২২ জানুয়ারি ২০১৪

**নং স্বাপকম/বিশ্বস্বাস্থ্য-২/Pro-1/GFATM-TB/2008(Pt-1)/৮০**—বাংলাদেশে যক্ষ্মারোগ একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী, পুরুষ ও শিশু প্রতি বছর এ রোগে আক্রান্ত হন এবং কিছু সংখ্যক মৃত্যুবরণ করেন। সময়মত রোগ নির্ণয় ও নির্দিষ্ট মেয়াদের চিকিৎসায় এ রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায়। কিন্তু ভুল রোগ নির্ণয় এবং অসম্পূর্ণ চিকিৎসার ফলে এ রোগ জটিল আকার ধারণ করে এবং বিস্তার লাভ করে। যথাযথ রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশের সকল যক্ষ্মারোগীর তথ্য জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর গোচরীভুত থাকা আবশ্যক। সুতরাং সরকার এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, সরকারি এবং বেসরকারি সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী যক্ষ্মারোগীর তথ্য নিকটস্থ সরকারি স্বাস্থ্য কর্মকর্তার নিকট অবহিত করবেন।

কেস নোটিফিকেশনের জন্য যক্ষ্মারোগকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা হল ঃ

- Any patient diagnosed with sputum specimen positive for acid fast bacilli, or culture-positive for Mycobacterium tuberculosis, or NTP endorsed rapid molecular diagnostic test positive for TB

  Or

- Any patient diagnosed clinically as a case Tuberculosis, without microbiological confirmation, and initiated on anti-TB drugs.

বিস্তারিত তথ্য ও ব্যাখ্যার জন্য জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২ বরাবর যোগাযোগ করা যেতে পারে।

২। এই বিজ্ঞপ্তি জারীর ফলে বাংলাদেশে যক্ষ্মারোগ আবশ্যিকভাবে Notifiable Disease হিসেবে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**নাঈমা হোসেন**
সিনিয়র সহকারী সচিব।